আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকদ্রব্য সহ গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০(বিশ) পিচ টেপেন্ডাল ট্যাবলেট উদ্ধার সহ ১জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান (পিপিএম) এর নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ আলমগীর কবীর, আলমডাঙ্গা থানা সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় নিয়মিত মোবাইল ডিউটি ও মাদক বিরোধী অভিযানকালে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন গোবিন্দপুর গ্রামের মোল্লা মৎস প্রকোল্প এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে আসামী গোবিন্দপুর পূর্বপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মোঃ মিজানুর রহমান চঞ্চল(২৮) কে ২০(বিশ) পিচ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেট সহ গ্রফতার করে।

পরে তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত আলামত গতরাত ১১ ঘটিকায় জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় এক জনের দুই বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় গোভিপুর গ্রামের প্রতারক হাবিবুর রহমানকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হয়।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমানকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়ার আসিফ ইকবাল ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণার অভিযোগে হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিম ও মেহেরপুর বড়বাজারের “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে আসামি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর সিআর ৭০৪/২০২৩।

বাদীপক্ষের অভিযোগে বলা হয়, ডিলারশিপ ব্যবসা পরিচালনার জন্য আসিফ ইকবাল জায়েদ হোসেন জিমকে ১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে লভ্যাংশ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাইলে তিনি প্রতারণার শিকার হন। পরে আসামির জামাতার পক্ষে জিম্মাদার হিসেবে আসামির শ্বশুর হাবিবুর রহমান বাদীর সঙ্গে একটি আপোষনামা সম্পন্ন করেন এবং ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে তিন মাসের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন।

কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি টাকা পরিশোধ না করে নিজের নামীয় জনতা ব্যাংকের একটি চেক প্রদান করেন। ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে স্বাক্ষর অমিল ও অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে তা ডিজঅনার হয় বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়।

মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত আসামি হাবিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। তার বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনারের আরেকটি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান।

উল্লেখ্য, একই আদালত গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার অপর দুই আসামি—হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিমকে দুই বছর ও “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেন।

মেহেরপুরে পৃথক মামলায় ২ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে জাল দলিল মামলায় দীন মোহাম্মদকে দশ বছর কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং মারধরের মামলায় আব্দুল খালেককে এক বছর কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

প্রথম আসামির মামলার বিবরণে জানা যায়, প্রায় ৮-১০ বছর আগে দীন মোহাম্মদ ও তার ভাই আমজাদ খাঁ বাদীর গ্রামে বসবাস শুরু করে। বাদীর পিতা সাময়িকভাবে তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দেন, কিন্তু পরবর্তীতে দীন মোহাম্মদ বাদীর পৈত্রিক জমির একটি অংশ নিজের নামে জাল ও ভূয়া দলিল তৈরি করে আত্মসাতের চেষ্টা চালায়।

বাদী বিষয়টি গাংনী সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যাচাই করে দলিলটি জাল প্রমাণিত হয়। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০-এর ১৫০ ধারা অনুযায়ী দলিলভিত্তিক নামজারী বাতিলের আদেশ দেন। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দীন মোহাম্মদকে দণ্ডিত করা হয়।

দ্বিতীয় আসামির মামলার বিবরণে জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদী সাংবাদিক সম্মেলন শেষে বাড়ি ফেরার সময় আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে তার ওপর হামলা চালায়। হামলার সময় আসামি আব্দুল খালেক ইট দিয়ে বাদীর মাথায় সজোরে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আসামিদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক মামলায় ৩ আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে পৃথক তিন মামলায় মোঃ লিটনকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, মোঃ মোতালেবকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং মোছাঃ ময়না খাতুনকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, আসামীদের সঙ্গে বাদীদের জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন বাদী ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ওজু করতে ঘরের বাইরে বের হলে আসামিরা ওত পেতে থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বাদীর ডাকচিৎকারে তার স্বামী বাইরে এলে আসামিরা ধারালো ও ভোতা অস্ত্র নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ১নং আসামী আধলা ইট দিয়ে বাদীর স্বামীর মাথায় আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে, ৩নং আসামী লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং ২নং আসামী গলা টিপে হত্যার চেষ্টা চালায়। বাদী ও তার মাতা ঠেকাতে গেলে তাদেরও মারধর করে আহত করা হয়।

দ্বিতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোঃ আকবর আলী মোটরসাইকেলে করে দারিয়াপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে পূর্ব শত্রুতার জেরে আসামিরা তার গতিরোধ করে। আসামী লিটন লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করলে মাথার হাড় ভেঙে যায় ও গুরুতর জখম হয়। পরে অন্যান্য আসামিরা লাঠি ও রড দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে।

তৃতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে আসামীগণ বাদীর ওপর আক্রমণ চালায়। কিল-ঘুষি, বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বাদীকে গুরুতর আহত করে। বাদীর চিৎকারে তার দাদা এগিয়ে এলে তাকেও মারধর করে রক্তাক্ত জখম করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় বাকী মালিথা (৫০) নামক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামি উপজেলার দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের মৃত লতিফ মালিথার ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা যায়, দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের বাকী মালিথা (৫০) তার নিজ বসতঘরে গত ২ অক্টোবর একটি শিশুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ চেষ্টা করে।

এসময় শিশুটি চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ জড় হয়ে বাকী কে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসা চেষ্টা করে কয়েকজন মাতব্বর। কিন্তু ঘটনা জানাজানি হলে আসামিকে ধরে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরে ওই শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ০৯(৪)(খ) মামলা রুজু করে। গাংনী থানার মামলা নং-০৯।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষণ চেষ্টার মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

সাবেক মেয়র মতুর দায়ের করা মামলায় আইনজীবীসহ চার জনের জামিন

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতুর দায়ের করা চাঁদাবাজি ও মানহানির মামলায় আইনজীবীসহ চারজন জামিন পেয়েছেন।

গতকাল রবিবার মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিনের আদালতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জামিন পাওয়া চারজন হলেন আইনজীবী অ্যাড. মিজানুর রহমান, কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু এবং পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন।

মামলায় আসামি পক্ষের হয়ে আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন সেলিম রেজা কল্লোল।

জানা গেছে, দুই নম্বর আসামি মোঃ মহব্বত বাদী হয়ে মামলার এজাহারকারী মোতাছিম বিল্লাহ নতুন নামে ২০০৭ সালে জি.আর-১০৪/২০০৭ (মেহেরপুর থানার মামলা নম্বর: ১০, তারিখ: ১০/৬/২০০৭ ইং) মামলা দায়ের করেছিলেন। যা খুলনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-২৭, ২০০৭ নং মামলা হিসেবে বিচারাধীন আছে।

উক্ত মামলায় মোতাছিম বিল্লাহ মতু জেল হাজতে আটক ছিলেন এবং বর্তমানে জামিনে আছেন। মামলাটি চলমান আছে এবং আগামী ১৪-১০-২৫ ইং তারিখে চার্জ গঠনের জন্য দিন ধার্য রয়েছে।

ওই মামলা থেকে রেহাই পেতে মোতাছিম বিল্লাহ মতু উক্ত মামলার সাক্ষী ও বাদীকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন এবং হয়রানির উদ্দেশ্যে বর্তমান এই মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ ছিল, গত ২৫ বছর ধরে মেয়রসহ বিভিন্ন পদে জন প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে নানা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দায়িত্ব পালন করেছি। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এক শ্রেণির লোক আমাকে নানা উপায়ে হয়রানির চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

গত ২ জুন সকাল ১১টার দিকে জেলা জজ আদালত থেকে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে স্টেডিয়াম পাড়ার মোঃ শাহাবুদ্দীনের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৩৮), কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু এবং পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন পথরোধ করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে।

চাঁদা না দিলে ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের মদদদাতা’ ও ‘জামায়াত নেতা তারিক হত্যা মামলায় আসামি বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাবি করা হবে’ বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরে গত ৬ জুলাই সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে মেয়র মোতাছিম বিল্লাহ মতুর বিকৃত ছবি ব্যবহার করে অপমানজনক পোস্টার সাঁটানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজে কয়েকজনকে পোস্টার সাঁটাতে দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে যে, ১নং আসামি মিজানুর রহমান মিজানের নির্দেশে তারা কাজ করেছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ মামলার আসামিসহ গ্রেফতার ৯

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ধর্ষণ মামলার এক আসামিসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে জুয়া আইনের ৬ জন ও মাদক আইনের ২ জন আসামি রয়েছে।

এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা, হেরোইন ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

শনিবার দিবাগত রাতে থেকে রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল রবিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ধর্ষণ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ওহাব শাহের ছেলে জামাল উদ্দিন। জুয়া আইনের মামলায় গ্রেফতাররা হলেন সাহারবাটি গ্রামের আইনাল মালিথার ছেলে জিহান (৩০), আব্দুল হালিমের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫), মৃত উসমান কারিগরের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (৪৫), মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজুর রহমান (৪৫), মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল হক (৩৬) এবং সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে বাবুল হোসেন।

এছাড়া মাদক মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন কাজিপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন (২৩) এবং নিশিপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা।

মাদক কারবারি মাসুদের কাছ থেকে একশ গ্রাম হেরোইন ও জুনায়েদের কাছ থেকে ১০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ধর্ষণ মামলার আসামি জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা নং ০৮, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং দায়ের করা হয়েছে। জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মামলা নং ০৯, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং, ধারা ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩ ও ৪ অনুযায়ী করা হয়েছে।
এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আলমডাঙ্গায় সেনা-পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোররাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে কেশবপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিহত জসিমের ছেলে সোয়াদের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে উদ্ধার করা হয় একটি শটগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, নয়টি ধারালো দেশীয় অস্ত্র এবং একটি ঢাল।

গ্রেপ্তার সোয়াদ কেশবপুর পূর্বপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধ অস্ত্র মজুদের কথা স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেফতার

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে।

তার নামে গোপালগঞ্জ থানায় একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই তুহিন বলেন, সন্ধ্যার আগ দিয়ে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে পৌছায়। আমারা তার পাসপোর্ট চেকিং করে দেখি তার বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৭ টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় নিয়ে এসেছি। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর বার থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি; আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি।

মঙ্গলবার দুপুরে সমিতির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় জেলা বারের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ৩৯ নম্বর সদস্য। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক ও পাবলিক প্রসিকিউটর এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন এবং সিনিয়র সদস্য অ্যাডভোকেট মখলেছুর রহমান খান স্বপন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক টোটন। বক্তব্য রাখেন বারের সিনিয়র সদস্য, সাবেক ও বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

সভায় বক্তব্যে বারের সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের জেলার সন্তান ও মেহেরপুর বারের গর্বিত সদস্য হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় আমরা সত্যিই গর্বিত। আমি প্রস্তাব রাখছি, আসিফ হাসানের সম্মানে মেহেরপুর জেলা বারের ৩৯ নম্বর সদস্যপদটি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা হোক।

সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন বলেন, আমাদের ছোট্ট জেলা থেকে এই প্রথম কেউ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি

হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, এটি আমাদের জন্য ঐতিহাসিক অর্জন। আসিফ হাসানের এই নিয়োগ প্রমাণ করেছে, মেহেরপুর থেকেও বিচারাঙ্গনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। চাকরি বিধি অনুযায়ী বিচারকদের অবসরের বয়স ৬৭ বছর। আমরা প্রত্যাশা করি, এর মধ্যেই তিনি নিজের যোগ্যতায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করবেন।

সংবর্ধিত বিচারপতি আসিফ হাসান বলেন, আমি সব সময় আমার বারকে শ্রদ্ধা করেছি, কখনো অসম্মান করিনি। এখানকার সকল আইনজীবীরও উচিত নিজেদের বারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার মতো কাজ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আমাদের সকল আলোচনা এবং আড্ডা বার ও আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে পেশার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলার সন্তান। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (এলএলবি) ও স্নাতকোত্তর (এলএলএম) ডিগ্রি অর্জন করেন।